

RESEARCHING EVERYDAY

অধ্যাপক প্রশান্ত রায়

(২৯শে নভেম্বর ২০২০ ACTIVISM আয়োজিত গণ-আলোচনায় প্রদত্ত
বক্তব্য)

আমি তো ভেবেছিলাম যে ইংরাজিতেই পুরোপুরি বলবো। কিন্তু পুরোপুরি বাংলায় বলবো এটা আমি ঠিক guarantee দিতে পারছি না আমি মিশ্রিত ভাষাতেই বলবো। আর প্রথমেই বলি যে তোমরা একটা group হিসেবে যা করো। একদম field level-এ তে। আমার নিজের মনে হয়না আমি এতোটা বলবো সেই field level তোমাদের যে activity, তাতে কোনো উপকার আনবে। আমি এই সন্দেহ দিয়েই কিন্তু আলোচনাটা শুরু করছি। এটা নিশ্চয় তোমাদের প্রশ্ন আসবে যে আপনি কি করবেন।

আমি প্রথমেই যেটা বলছি যে, এই যে every day নিয়ে আমরা ব্যস্ত বা তোমরা ব্যস্ত। এবং তোমরা ব্যস্ত এই কারণে যে কোনো কোনো মানুষ তোমাদের কাছে এটা প্রকাশ করেছেন যে তাদের জীবনে কিছু সমস্যা আছে এবং তোমরা কোনোভাবে সে সমস্যাটা বুঝতে এবং দূর করতে সাহায্য করতে পারো কিনা। তা তোমরা তোমাদের মতো করে বোঝো। নিশ্চয়ই নানা ধরনের প্রশ্ন করে অনুসন্ধান করে বোঝো। বুঝে এবার তোমরা তাদের কোনো কিছু সমাধানসূত্র দাও এবং বলো যে আপনি এটা করে দেখুন বা এটা আপনি করবেন না, তাহলে হয়তো আপনার সমস্যার সুরাহা হবে। আমি চাইছি যে এটা যে রকম করে করে তোমরা রপ্ত হয়ে গেছো, তখন আমি আরেকটু তোমাদের higher level-এ নিয়ে যেতে পারি কিনা। conceptual level-এ নিয়ে যেতে পারি কিনা। এখন

যদি মনে হয় যে আমি বা আমরা তা নিয়ে কি করব? সেটা একটা যথার্থ প্রশ্ন। কারণ এটা আমরা আলোচনায় আজকে আনবো, যে বই পড়ে বা ধরা যাক যে একটু মোটামুটি উচ্চমার্গের lecture শুনে তোমার যে বোধবুদ্ধি হয়, সেটা নিয়ে যখন তুমি তোমার field-এ যাচ্ছে, তোমাকে ক্রমাগত একটা translation করতে হয়। যেটাকে আমি বলব 'translating the conceptual into the colloquial'. কথ্য ভাষায় তাকে রূপান্তরিত করতে হয়। কারণ তা না হলে পরে তাদের কাছে কিছুই বোধগম্য হবেনা। কিন্তু এখানে আমি মনে করি যে তোমরা মনে রাখো যে, তোমাদের কথ্য ভাষার সঙ্গে তাদের কথ্য ভাষা মিলবেই এরকম হয়তো তোমরা ধরে নাও না। সুতরাং এই 'translating the conceptual into the colloquial' তার মাঝখানে আমি একটা word বসাবো 'their' colloquial. যতক্ষণে এটা না হচ্ছে ততক্ষণ আমার মনে হয় যে কখনোই সংযোগটা স্থাপিত হয় না। যদি by good fortune তোমরা এরকম মানুষজনকে meet করে থাকো, যারা তোমাদের গোত্রে পড়েন, তোমাদের শ্রেণীতে পড়েন, একটু নগরে থাকেন, একটু ইংরেজী জ্ঞান আছে, একটু বোধবুদ্ধি আছে, তাহলে দেখবে এই translation-টার খুব একটা প্রয়োজনও হবে না এবং খুব একটা difficult-ও হবে না। কিন্তু হতেও তো পারে যে এরকম কেউ এলেন যে তারা তোমাদের এই যে গোষ্ঠী সেই গোষ্ঠীর বাইরে সংস্কৃতিগতভাবে। আমার নিজের মনে হয়েছে এটা তোমাদের প্রতি মুহূর্তে challenge যে এই translation যে করতে হচ্ছে এবং বাজিয়ে নিতে হচ্ছে যে translation-টা ঠিক কিনা। কারণ তোমরা তথ্যের অনুসন্ধান করছো। যে তথ্য থেকে কতগুলো interpretation-এ তোমরা যাবে এবং তার ভিত্তিতেই তোমরা কিছু prescribe করবে তাদের। আমি তোমাদের আশা করছি ভুল বুঝিনি। এটা মাথায় রেখে আমি তোমাদের একটুখানি foundational thinking - এর দিকে নিয়ে যাচ্ছি। আমি আশা করছি আমি শেষ করবো এটুকুনি বলে যে সেটাকে কি করে সত্যি সত্যি translate করা যায়, তোমাদের

প্রাত্যহিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত করে - এই আজকে আমার বলার পরিসর। আমার প্রথম কথা বললাম। আমার দ্বিতীয় কথা। সেটা হচ্ছে যে 'everyday' বলে একটা approach আছে। আমার একটা বই আছে, সেই বইটার আমি নাম দিয়েছি 'প্রত্যহ'। এই 'প্রত্যহ' টা তুমি যে আমাকে introduce করে দিলে কি বলেছো, এমন একটা জিনিস, যেটা আমরা কেউ বাদ দিয়ে থাকতে পারিনা। আমি আমার image - এর ভাষায় বলি একটা 'inescapable frame of time'. তুমি কাল বাদ দিতে পারো, যুগ বাদ দিতে পারো, কাল বা যুগ কখনো আসার আগে আমার মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু 'প্রত্যহ' টা কিন্তু কখনোই আমরা বাদ দিতে পারি না। এজন্যই 'inescapable frame of reference'. কিন্তু পশ্চিমে সমাজবিজ্ঞানের যে বিবর্তন হয়েছে তাতে দেখা গেছে প্রায় 1960 সালে পর্যন্ত যা কিছু আলোচনা, সেটা হচ্ছে একটা বড় সময়কে ধরে। আবার মার্কসীয় ভাষায় 'epoch' ধরে। লম্বা লম্বা time পরিসর ধরে করেছি। যুক্তিটা হচ্ছে এই যে সময় পরিসর যদি দীর্ঘ না হয় তাহলে কিন্তু আমরা pattern খুঁজে পাইনা। সেইজন্যেই তারা বলতেন যে আমরা সময় পরিসরটাকে বাড়াবো। আমরা federalism বলবো capitalism বলবো late capitalism বলবো। কিন্তু কখনই এই ছোট্ট যে সময় পরিসর তাতে নামব না। সেখানে আমাদের প্রশ্ন আমার ধারণা তোমাদের বোঝাতে পারলে তোমাদেরও প্রশ্ন হবে যে প্রত্যেক দিন বাদ দিয়ে কি সপ্তাহ হয়? সপ্তাহ বাদ দিয়ে কি মাস হয়? মাস বাদ দিয়ে কি বছর হয়? বছর বাদ দিয়ে কি decade হয় বা দশক হয়? তেমনি আবার একটা দিনের ভিতরে কিন্তু ভাগ আছে। পল আছে, মুহূর্ত আছে। তাই না। দিনটাও কিন্তু একটা 'fragmented reality'. তা যদি হয়, যেটা 'অনু' সেটাকে অতিক্রম করে 'সমগ্র' আমরা কি করে পৌঁছাব? এই প্রশ্নাবটা মাথায় রেখেই everyday studies-এর সূত্রপাত হয়েছে। বোঝাতে পেরেছি? হয়তো আমরা উপলব্ধি করছি যে প্রত্যহটাকে বাদ রেখে আমরা কখনই কিন্তু কোনো বড় সময়ের পরিসরে যেতে পারবো না।

কারণ তত্ত্বটা হচ্ছে একটা 'constituent of a whole time'. মানছো তো? আমি class-এ গল্প করে বলতাম এই পড়াতে পড়াতে এই মুহুর্তে আমি কিন্তু বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! যদি তোমরা কেউ বলো স্যার বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন আর আমি বলবো কৈ কোথায় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! আমার তো হাত পা সেরকমই আছে! আমার কণ্ঠস্বরও সেরকম আছে! কিন্তু দেখবে যে প্রত্যেক দিন কিন্তু অল্প অল্প করে পরিবর্তন হয়। সেজন্য আমরা sociology-তেও বলি যে পরিবর্তনটা সবসময় বুঝতে পারি unhinged side. অর্থাৎ বেলা পড়ছে যখন পড়ছে বুজতে পারি না। যখন সন্ধ্যা হল তখন বুজতে পারি বেলা পড়ে গেল। তা প্রত্যহটাকে ignore করে অবজ্ঞা করে কি করে একটা অস্তিত্বের আলোচনা হতে পারে এইটা নিয়ে যারা ভাবনা চিন্তা করলেন তারা হচ্ছেন এই everyday studies এর প্রবক্তা। বোঝালাম। তিন নম্বর point-ও বলা হয়ে গেল। চার নম্বর point. একটা কথা বলব কারণ তোমরা তো অনেকেই এর চেয়েও এগিয়ে পড়াশোনা করতে পারো। যে এটার সূত্রপাত কিন্তু ইউরোপের Neo Marxism-এ হয়েছে। এক ভদ্রলোক তার নাম তোমরা ভুলে যেতে পারো। Henri Lefebvre তাঁর নাম। তিনি তিনটে গ্রন্থ লিখেছেন। সেই তিনটি গ্রন্থে কিন্তু তাঁর বক্তব্য রেখেছেন যেটা মূলত কিন্তু পুঁজিবাদী আধুনিকতার ভেতরে থেকে মানুষের মনোজগতের যা সমস্যা সেটা বুঝতে পারে। সেই পুঁজিবাদের আধুনিকতা বুঝতে হবে একথা তিনি বলছেন। অর্থাৎ "critique of everyday life" model তিনি দেন। ভদ্রলোক কমিউনিস্ট ছিলেন। কিন্তু পরে তিনি দেখিয়েছিলেন যে Socialism কি ধোয়া তুলসি পাতা! করে তখন তিনি কিন্তু Socialism-এর critique হয়ে গেলেন কারণ তখন তাকে French কমিউনিস্ট পার্টি বহিস্কার করে দিলো। আমি যা বলতে চাইছি এ গল্প দিয়ে তার তথ্যটা কিন্তু সমগ্র। শুধু পশ্চিম ইউরোপের জন্য নয়, শুধু ধনতন্ত্রের জন্য নয়, শুধু আধুনিকতার জন্য নয়, একটা সর্বজনীন তত্ত্বের কথা ভাবলেন, সেটাই হচ্ছে সূত্রপাত। এখন তোমরা দেখবে যে ছিলনা ছিলনা। যেই

পেঁছে যায় একটা জিনিস। সেটা সবাই কিন্তু পকেটস্থ করার চেষ্টা করে। আমরা বলি বা আমি বলি 'the concepts become the play ground of many theories'. অর্থাৎ একটা তাত্ত্বিক ভাবনা হয়তো concept-টার জন্ম দিয়েছে। কিন্তু যেই দেখা গেলো তার একটা analytical power আছে। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু অন্য তত্ত্বগুলোও তার সাথে যুক্ত হয়। সুতরাং এটা এখনো কিন্তু শুধুমাত্র Marx's theory-র ভিতরেই সীমাবদ্ধ নয়। এখন এটা নানা ঘরানার তাত্ত্বিক ভাবনা গ্রহণ করেছে। গ্রহণ করেছে বলেই একটা বিশাল literature তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে? আমি কি করছি? আমি বোঝাচ্ছি যে 'Biography of an Approach' যে কি করে জন্মালো এবং সে কি করে আস্তে আস্তে বিস্তার করল। এখন তোমরা ভাবো না। তোমরা পৃথিবীর একটা কোণে বসে আছো। আধা-গণতান্ত্রিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক, কিছু সমাজতান্ত্রিক সব মিলিয়ে একটা ঘোঁট পাকানো অবস্থাতে আছো। কোনটা থেকে কোন stress আসছে এটা তো চট করে বোঝা যাচ্ছে না। এইযে মিশ্র অবস্থা সেই অবস্থা থেকে কিন্তু তোমরা কিছু নিপীড়িত মানুষকে বোঝার তোমরা চেষ্টা করছো। এটা খেয়াল রেখো যে এই তত্ত্বটার কিন্তু একটা বিশাল সার্বজনীনতা আছে। সুতরাং আজকের title এ আমি এটা কখনোই বলছি না যে প্রত্যেকদিন গবেষণা করার। আমি বলছি প্রত্যেকদিন নিয়ে গবেষণা করার। এটা হচ্ছে object of research যেটা কিন্তু আছে। একটা expression আছে। ঠাট্টা করে বলি। 1911 থেকে 1915 আমি প্রতিদিনই কিন্তু এই নিয়ে গবেষণা করছিলাম। তখন যে researching everyday of every day এটা everyday of every day এটা pun বললাম। কিন্তু এটা করতেই পারেন। ঠিক আছে। তাহলে আমরা প্রথম পর্যায়ে চারটে বা পাঁচটা খুচরো point বললাম। যা দিয়ে ধরা যাক যে আমরা world ম্যাপ করলাম। প্রশ্ন থাকলে এখনি করতে পারো। আমি আমার ছাত্রদের পড়ার সময় এরকমই করেছি যে টাটকা প্রশ্ন করতে পারো। কিন্তু দেখো নাহলে discipline যদি করতে পারে

তবে প্রশ্নগুলো যার যা মাথায় আসবে মাথায় রেখে দাও। তা আমি এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের বক্তব্যে যাচ্ছি কিংবা আমি বলার চেষ্টা করছি যে আমি তোমাদের একটা দিশা দেখানোর চেষ্টা করছি যাতে তোমরা চমকাচ্ছে না। কারণ আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই কিন্তু তোমরা উচ্চারণ না করেও হয়তো এই 'প্রত্যহ' নিয়েই কিন্তু আলোচনা বা লেখাপড়া করছিলে। তোমরা শুধু field level - এ হয়তো আবদ্ধ ছিলে। এর পেছনে যে কিছু তাত্ত্বিক ভাবনা আছে সেটা হয়তো তোমাদের মাথায় আসেনি। আমি সেটা আজকে তোমাদের জানানোর চেষ্টা করছি। ঠিক আছে। খারাপ কাজ করছি নাতো। আশা করা যায় খারাপ কাজ করছি না। এখন যে কোনো জিনিসকে যদি ধরতে হয়। recognize করতে হয়। তাহলে তোমাকে প্রকাশও করতে হবে যে এটা আমি বুঝতে পারলাম। অর্থাৎ recognize করলে express ও করতে হবে যে কি আমি বুঝলাম। দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু একটা জিনিস জরুরী। সেটা হচ্ছে কতগুলো word. তার একটা শাস্ত্রীয় নাম আছে। 'concepts'. আর কোনো একটা concept দিয়ে একটা সমগ্রকে বোঝা যায় না। সে জন্য কতগুলো concept এর সামগ্রী হয় তাকে আমরা বলি 'conceptual framework'. ধরতে পারলে? 'word' - 'concept' - 'conceptual framework'. এগুলো দিয়েই আমরা grasp করি। এগুলো দিয়েই আমরা understand করি। understand করার পর এগুলো দিয়েই কিন্তু আমাদের understand-টাকে Express করি। যখন একটা research paper লিখি বা কোনো কিছু করছি বা না করছি। সুতরাং এর একটা গাল ভরা নাম আছে। নামটা কানে শোনাই। একে বলে 'heuristic construct'. অর্থাৎ গবেষণা করতে সাহায্য করে এরকম কতোগুলো কথা। 'concepts which helps to make an enquiry'. তোমরা তো তাই করো। তোমরা enquiry করো তো? হয়তো তোমাদের আছে বলে তোমাদের কাছে এই প্রশ্নটা কখনো মনে হয়নি। আমি সেটাকে বার করে আনলাম। যে তুমি যদি তোমার word-এর সংখ্যা

বাড়াও, যদি concept-এর সংখ্যা বাড়াও, তাহলে পরে নিশ্চয়ই তোমার বোধবুদ্ধিও বাড়বে। আমি উদাহরণ দিই, একটা ছোট জাল দিয়ে মাছ ধরলাম তাতে তিনটে চারটে মাছ উঠবে তো। তা আমি জালটাকে বাড়াই তাহলে মাছ উঠবে আরো অনেক বেশি এবং অনেক সময় দেখবে যতক্ষণ না অনেকগুলো মাছ উঠেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাছ নিয়ে কোনো সাধারণ সূত্র তুমি দিতে পারছো না। এখানে number-টা খুব important হয়। একটা generalized তখনই করতে পারো যখন অনেকগুলো particular case দেখেছো। সেজন্যই যতই তুমি conceptual framework টাকে বাড়াবে ততো কিন্তু তুমি অনেক বেশি বুঝতে পারবে। এটাকে নাম দিয়েছি আমরা heuristic device. এটা করতে কি কি লাগে? একটা লাগে কল্পনা। আমি বলি 'informed imagination'. ভূয়ো কল্পনা নয়। যে কল্পনার ভেতরে কিছু বাস্তবের ছোঁয়া আছে। 'informed imagination'. কিকি imagination? বাস্তবটা কি রকম সেটা নিয়ে 'informed imagination'. এটা না হলে কিন্তু হয়না। এবার যেটা লাগে সেটা হচ্ছে কিছু অল্প অভিজ্ঞতা কমপক্ষে। হয়তো এটা শুধুমাত্র abstract imagination নয় তার একটা ছোট্ট হলেও একটা empirical basis থাকে। আমরা না জানলেও সেটা থাকে। আর third হচ্ছে একটা 'linguistic competence', তাকে শব্দের প্রকাশ করার ক্ষমতা। কারণ যেকোনো একটা concept হচ্ছে একটা linguistic tag. আমার গায়ে লাগালে teacher. তোমার গায়ে লাগলাম student. এর গায়ে লাগলাম laptop. তুমি দেখো concept মানেই হচ্ছে একটা linguistic tag. যা নাহলে কিন্তু হয়না। যা একটা imagining একটা experiencing একটা capability of language. এই তিনটে হলে পরে কিন্তু আমরা concept-গুলো তৈরি করতে পারি। আমাদের vocabulary তৈরী করতে পারি। যতক্ষণ না করতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি recognize-ও করতে পারছি না বা আমি বুঝতে পারছি না যে কোন facts আমি সত্যি সত্যি খুঁজবো যেটা আমাকে এটা

বুঝতে help করবে। আবার express-ও করতে পারছি না আবার challenge-ও করতে পারছি না। তুমি যে ভাবনা নিয়ে আমাকে উপস্থিত করছো। আমি বলতে পারি তোমার ভাবনাটা ভুল। তার জন্য আমি যে argument দেবো, সেই argument দিতে কিন্তু concepts লাগবে। আমরা বলব counter concepts. তা যেরকম প্রত্যহ না দিয়ে কাল হয় না। তেমনই concepts না দিয়ে তত্ত্ব হয় না। তা আমরা দুটো অনু level-এ operate করছি। একটা হচ্ছে 'temporal space every day'. আরেকটা হচ্ছে একটা interest of space, সেটা হচ্ছে একটা 'conceptual framework'. এই দুটোর ভেতরে কি সম্পর্ক সেই সম্পর্কটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। আমার চার নম্বর মূল point কিন্তু বলা হয়ে গেল। আমার standard request থাকে যে কোনো ছাত্রছাত্রীকে বা audience কে যখনই শুনবে ভাববে আমার জীবন থেকে কি কোনো উদাহরণ আমি দিতে পারি? বা আছে? যতক্ষণ না করছো ততক্ষণ lecture - টা কিন্তু তোমার বাইরেই থাকবে। তার ভিতরে ঢুকতে গেলে কিন্তু তোমাকে relate করতে হবে to your own experience. ভাবো না যখন class two তে পড়তে আর এখন যা অবস্থায় এসেছো তোমাদের vocabulary বাড়েনি? তোমাদের appropriateness, word নিয়ে তোমাদের skills বাড়েনি? বেড়েছে তো। তা এই যে mental growth তা না হলে হয় না। সেরকমই হচ্ছে একটা conceptual vocabulary যার প্রয়োজন আছে, সেটা মাথায় রেখে আজকে আমি দুটো concept নিয়ে কথা বলছি। একটা obviously 'everyday'. আর একটা হচ্ছে 'life world'. আমি কিন্তু প্রতি পদে পদে বলতে বলতে যাচ্ছি যে কি করেছি এবং কি করতে যাচ্ছি। track করো তাহলে বুঝতে পারবে। everyday কথাটা তুমি দেখবে হয় আমরা লিখি 'every' এবং 'day' এর ভেতরে একটা space থাকে। আবার যখন adjective হিসেবে use করি, তখন space টা collapse করে। তাই তো? আর মাঝে মাঝে সেটার পরিচয় বোঝানোর জন্য।

একটা 'ness' যোগ করি। 'every' 'day' - 'everyday' - 'everydayness'. এই তিনটে কনসেপ্ট কিন্তু প্রত্যেকটাই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু শুরুটা কিন্তু every day যেখানে space আছে। তারপরটা হচ্ছে যেখানে adjective হয়ে collapse করে গেল space - টা আর তারপরেরটা হচ্ছে অন্যরকম। ok. তা আমি এটার ওপরে কথা বলছি। এখন যখন আমরা ফাঁক রেখে বলছি। তখন আমরা শুধু বলছি একটা 'temporal space'. সময় কিন্তু বুঝি শুধু সময় দিয়ে নয়। শুধু ঘড়ির কাঁটা দিয়ে নয়। সময় বুঝি কিন্তু সময়ের চিহ্ন দিয়ে। তুমি দেখবে আমি ক্লাসে বলেছি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের, এখানে থাকলে তারা মনে করতে পারবে যে এখনকার ছেলেমেয়েদের ব্যথা লাগলে বলে আউচ! আমরা কিন্তু বলতাম ওরে বাবা। এখন আমরা ওরে বাবার দল আর তোমরা আউচ এর দল। এইযে language এর use. সেখানে কি generation চিহ্নিত হচ্ছে না? সময়টা কিন্তু চিহ্ন দিয়েই মাপা হয়। আমরা বলি signs of time. signs হল time - টাকে যা define করে। আমরা যে বলি যে feudalism, capitalism, socialism, post socialism. প্রত্যেকের কিন্তু নিজস্ব কিছু signs আছে। কিছু কিছু signs মনগড়া, তত্ত্বভাবনা থেকে এসেছে। কিছু কিছু signs empirically tested অর্থাৎ গবেষণা করে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং every day word দুটোর ভিতর যখন ফাঁক রেখে বলছি তখন বলছি একটা সময়ের পরিসর মাত্র। কিন্তু শুধু সময়কে চিহ্নিত করে না। আরো অনেক কিছুকেই চিহ্নিত করে। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আচরণ। সময়ে তো সবসময় আমরা আচরণ করি। আমি পড়াচ্ছি কিন্তু হাত নাড়ছি। কিছু ছেলে বলতো আপনার হাত কি কথা কয়? সত্যি হাত কথা কয়না। কিন্তু তুমি দেখো যে তুমি যখন পড়াচ্ছে, তুমি যখন orchestra conduct করছো, তখন তুমি দেখবে হাত না নেড়ে তুমি পারছো না কিন্তু। তাই না। এখন দেখেছি আমি আমার নাতনিকে। গান শুনলেই নেচে ওঠে বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আমরা কখনোই গান শুনলে সঙ্গে সঙ্গে

নেচে উঠিনি। এটা 'signs of time' কিন্তু। তুমি দেখবে যে তারা যখন কান দিয়ে গান শুনছে তাদের শরীরটা স্থির কিন্তু কখনো থাকছে না। সেইখানে হচ্ছে কথা। যে কি আচরণ করতে পারি। কি আচরণ করতে পারিনা। এবং কি আচরণ করলে ভালো হয়। 'prescribed' - 'prohibited' - 'preferred'. তুমি সারাদিনে যা যা করো তুমি দেখবে এই ফ্রেমের ভিতরেই পড়ে। 'prescribed' - করতে হয় বলে করছো। 'preferred' - করলে ভালো হয় বলে করছো। করছ না 'prohibited' বলে। কেউ কি এটাকে অতিক্রম করে না? transcendence কি হয়না? transcendence হয়, তার জন্য শাস্তিও হয়। আবার শাস্তি যদি তুমি মানতে পারো। দৃঢ় হও। তাহলে সেই transcendence থেকে পরিবর্তনও হয়। হয়না? নিশ্চয়ই পরিবর্তন হয়। 'norms' এ পরিবর্তন হয়। তুমি দেখবে যে এখন খুব hugging হচ্ছে বুঝতে পেরেছ। যখন তখন লোকে hug করছে। এবং অনেক দিনই hugging বলে কিছু বস্তু ছিল না। বাঙালিরা hugging করত না। এখন দেখবে বাঙালিরাও hugging করছে। এখন সারা পৃথিবীতে যা দিয়ে আমি শেষ করবো এই যে pandemic every day সেখানে যেটা ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে যে touch করা যাচ্ছে না। আমি যাকে বলছি 'new untouchability'. ওরা study করছে যে মানুষ হচ্ছে যে touch hunger. ধরতে পারছো? কারণ touch দিয়ে আমরা convey করি। right? রাগ হচ্ছে তোমার কান ধরলাম। তোমার কষ্ট হচ্ছে তোমার মাথায় হাত রাখলাম। touch না দিয়ে কিন্তু কোনো communication final হয় না। সেই touch - টাই যদি কেউ বলে যে touch কোরোনা করোনা আসবে। তাহলে পরে তোমার মধ্যে একটা অস্থির অবস্থা তৈরী হতে পারে। এর নামই দেওয়া হয়েছে touch hunger. শুধু তাই নয়। প্রথমটা বললাম। কি বললাম? 'Prescribed', 'preferred', 'prohibited'. শুধু তাই নয় কিন্তু, সবাই চোখ খুলে দেখছে যে আমি অনুসরণ করছি কিনা। 'surveillance'. শুধু তাই নয় তুমি আবার watch করছো তোমার বাবাকে যে বাবাও কি নিয়ম মানছেন?

এই যে 'watching and being watched'. সেটা কিন্তু তুমি দেখবে একটা প্রত্যেকদিনের একটা অংশ। এবং আমরা না বুঝে করছি। watching এবং watched. এই যে চশমার চোখের যে পরিসর সেটা কিন্তু এত বড়। আমি যখন তোমার কাছে আছি তখন ডান দিকে অনেকটা এবং বাঁদিকে অনেকটা তাও দেখতে পাচ্ছি। প্রত্যেকে কিন্তু হয়তো ঘোষণা না করেই কিন্তু watching করছে এবং watched হচ্ছে। সর্বক্ষণ সবাই watch করছে তোমাকে। এবার যদি তুমি ফেল করো কোনো একটা মাত্রার অনুসরণ করতে তাহলে তোমার ওপর কিন্তু শাস্তি আছে। আবার এটা হতে পারে তুমি যদি অনুসরণ করতেই থাকো, অনুসরণ করতে পারো তার জন্য পুরস্কারও আছে। আমরা বলি 'rewards', 'punishments', 'set of sanctions' যা দিয়ে তোমাকে এটা conformist path-এ তে রেখে দেওয়া হচ্ছে। কেন? কি এমন মাথাব্যথা? তার কারণ হচ্ছে এই - তোমার ব্যক্তি জীবন এবং তোমার দৈনন্দিন আচরণ, তাই দিয়েই সমাজ কতকগুলো সামাজিক জিনিস realize করে নিচ্ছে। সমাজের মাথাব্যথা নেই তোমাকে নিয়ে। মাথাব্যথা এটা নিয়েই আছে যে 'you turned to be a good social being. In terms of their definition'. সেই জন্যে তুমি মানছো কি মানছো না, তাই নিয়ে প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছে এবং এখন তো সব camera বসে গেছে দেখতে পাচ্ছে। নজর রাখা হচ্ছে এবং তাই নিয়ে কিন্তু শাস্তিও হচ্ছে এবং উপহারও হচ্ছে। সুতরাং প্রতিদিনের যে কাজ, সেই কাজ কিন্তু মূলত কিন্তু কতকগুলো নিয়ম মেনে হচ্ছে। একটু হালকা করি। মুখগুলো সব গম্ভীর হয়ে গেছে যতগুলো মুখ দেখতে পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে যে কোথাকার জিনিস কোথায় থাকবে তাই নিয়ে মা'র কাছে কতো বার বকুনি খেয়েছি। ঘটির জায়গায় ঘটি থাকবে। তুমি ঘটি ব্যবহার করেছো থাকতেই হবে সেখানে। আমি ছেলেমেয়েদের বলেছি আমার সুবিধের জন্য আমার পকেটে ball point pen-এর পাশে যদি আমার toothbrush-টাও রাখি, তোমাদের আপত্তি আছে? বলে এ মা! তাই

কখনো হয় নাকি! কিন্তু আপত্তির তো কিছু নেই! আমার convenience. পকেট থেকে আমি চট করে আমি পেনটাও পাই কখনো আমি toothbrush-টাও পেলাম। কিন্তু করলে পরে আমাকে তুমি ব্যঙ্গ করবে, বলবে লোকটা নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে পাগল হয়ে গেছে। am I right? নিজের দিকে তাকাও। দেখবে যে এই কাজগুলো তুমিও করছো। যে কাজ করলে সহজে হয় তুমি কিন্তু করছো না। যদি না generation change হয়। আমরা বলি 'particular cohort has to die before changes become possible'. যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি দেখবে অনুসরণ করেই যাচ্ছ করেই যাচ্ছ বুঝতে পারছ বোকার মতো অনুসরণ করছো তবু করেই যাচ্ছ করেই যাচ্ছ। আশাপূর্ণা দেবীর ভাষায় -"এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে বুড়িয়ে গেলাম।" আমি move করছি কিন্তু এবার। এটা হচ্ছে আমি বলি প্রথম 'layer of meaning of every day'. যেখানে ফাঁক আছে। এবার যদি collapse করি যখনই becomes an adjective. তখন কিন্তু এর denote করার ক্ষমতার মাত্রার কিন্তু উন্নতি হয়। আমরা বলি যে 'have a concept to be refined continuously'. একটা জায়গায় শুরু হয়ে সেখানে কিন্তু থেমে থাকে না। তার মাত্রার উন্নতি হয়। যখন it becomes 'একটা'-র পরিবর্তে an adjective. এখন আমাদের ভেতরে একজন ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর নাম Max Weber. তিনি বলতেন যে একটা অভিজ্ঞতা একটা বস্তু তার যে নির্দিষ্ট বিশেষ দিকটা আছে, তাকে যদি সামনে নিয়ে এসো। আমি বলেছি আমার নাতনিকে গত সন্ধ্যায় বলেছি master মানে বকবক করে। এই বকবকানিটাকে তুমি analytically heighten করলে তুমি মাস্টারির একটা ideal type এর মতো কিছু করতে পারছো। তেমনই এবার everyday-টার কিছু এরকম analytical highlighting হয়েছে। যেখানে কিন্তু যে করেছে তার ঝাঁকটা ধরা পড়ছে। সেখানে আমি যাচ্ছি না। অন্তত এই মুহুর্তে যাচ্ছি না। আমি উদাহরণ দিই। সেটা এক নম্বর হচ্ছে যে কেউ কেউ বলেন যে প্রতিদিনটা বড্ড সাময়িক। যে কথা বলছিলাম

তার থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কেউ কেউ বলছেন। যে এটা বড্ড mundane. তার মানে exciting কিছুই নয়। সেই ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপ বার করা আবার রাত্রেবেলা শুতে যাবার আগে চায়ের কাপ সেই জায়গায় ভরে দেওয়া। এতে কি আছে বোঝার? বেশিরভাগই বলবে এতে বোঝারটা কি আছে! এ তো evident বা self-evident. এটা নিয়ে মাথা ঘামাবো কেন? কিন্তু ওই! এ ঘর থেকে ও ঘর যেতে বুড়িয়ে যেতে পারো! আচ্ছা। কেউ কেউ বলছেন যে এ তো ভীষণ সাধারণ। কেন? যে এর ভিতরে কোনো চমক নেই! মানে প্রতিদিনই আমি anticipate করতে পারি তার পরেরদিনটা কি রকম হবে। যদি দুর্ভোগ না হয় তাহলে দেখবে যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই anticipation-টা correct হয়। তাহলে frames of reference don't easily change. তাই না? আলুভাতে খেতে হলে আলু কিনতে হবে। আলু কিনলে আলু ধুতে হবে। আলু ধুলে আলু শুকোতে হবে। আলু কাটলে খোসা বেরোবে। খোসা তোমাকে ফেলতে হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম আছে? তুমি একটা আস্ত আলু মাটির থেকে তুলে খেতে পারবে? পারবে না তো। তা যদি হয় তুমি ভেবে দেখো যে কিরকম বদ্ধ জীব না? কোথায় মুক্তি আছে? তোমরা বলো আমি ঠিক করেছি। ঘোড়ার ডিম করেছো! ঠিক কেউ করি না আমরা। আমাদের ঠিক করতে বাধ্য করা হয়। আমরা খালি টের পাই না যে আমি করিনি। সকলি তোমারি ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি! বুঝতে পেরেছো। এরকম ঘটনা ঘটছে। কতগুলো 'larger social forces' তারা কিন্তু আমাদের বলে দিচ্ছে কি করা উচিত না করা উচিত। এটাকে আমরা বলি যে 'colonization of the life world'. Power এবং money এই দুটো জিনিস কিন্তু আমাদের নির্দেশ দিচ্ছে কি করতে পারি না করতে পারি। এটাই হচ্ছে আমাদের এই every day studies-এর একটা মূল চিন্তাধারা। এরপর সবাই বলছে যে প্রতিদিনটা কিরকম boring. কেউ দেখেছো যে 'boredom' কথাটা তোমরা কি রকম ব্যবহার করো। আমি সারাজীবনেও ব্যবহার করিনি বুঝতে পেরেছ। কিন্তু আমার

নাতনি কত ছোট বয়স থেকে বলছে boring লাগছে boring লাগছে। কিন্তু কি হলে exciting হবে যদি জিজ্ঞেস করি, বলে ঠিক বলেছ তো। কিন্তু পনেরো মিনিট করার পর বলছে সেটাও কি boring লাগছে। প্রতিমুহূর্তে চেঞ্জ করছে বুঝতে পেরেছ। এটা হচ্ছে face cream-এর বিজ্ঞাপন। কত রকম বিজ্ঞাপন। তুমি দেখবে যে যেই মুহূর্তে করছো পর মুহূর্তেই boring হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু boring-টা যে তোমাকে industry করছে সেটা বুঝতে পারছো না। এখানে আমি শেষ করছি একটা কথা বলে যে এগুলো events. আর একটা পরিসর আছে। আরেকটা ঘটনা আছে। একেবারে event-এর conceptual opposite. যদি ইচ্ছা হয় কখনও একটুখানি পড়ে দেখবে যে event নিয়ে কি সাংঘাতিক philosophical আলোচনা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত। event এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এমন একটা ঘটনা যেটা সাধারণ rules দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আচমকা ঘটে আমরা বুঝতে পারি না কেন ঘটলো। যেমন pandemic times. Marx-এর একটা formulation আছে যে 'quantitative changes lead to qualitative changes'. উদাহরণ তোমরা জানো। তুমি কেটলিতে চান করবে বলে জল বসালে। ঘুরে আসো গল্প করতে করতে। হঠাৎ দেখবে জল বাষ্প হয়ে গেছে। 'quantitative changes lead to qualitative changes'. এই ঘটনা কিন্তু প্রতিদিন আমাদের জীবনে ঘটছে এবং আমরা সবসময় বুঝতে পারছি না। Event হচ্ছে এমন একটা ঘটনা যেটা সাধারণ নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। Event-এর পর বেশিরভাগ সময় there is no going back. যদি তোমার ধৈর্য থাকে এখন পৌনে আটটা বাজে। এখন আমি শেষ করবো এটা বলে যে pandemic times-এর যে পরিবর্তন আমরা করছি, সেই পরিবর্তনগুলো কি থেকে যাবে না পরিবর্তন গুলো rollback করবে। এবং বহু লোক কিন্তু rollback করার জন্য এবং করানোর জন্য ভীষণ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে কখন মুখ থেকে মুখোশ খোলা যাবে। lipstick industry-তে একটা interest আছে কিন্তু। যে

তোমার যদি ঠোঁট না দেখা যায় তবে তুমি কেন lipstick লাগাবে বলা। কেন খামোখা তুমি পয়সা খরচা করবে? এবং তুমি দেখবে খেয়াল করে যে তুমি যদি কিছু মনে না করো আমার জীবনে অন্তত হয়েছে। বাড়ি থেকে বের হইও না পরিচ্ছন্ন হওয়ার দরকারও নেই। এখন ক্যামেরার সামনে বসেছি বলে একটা ভদ্রস্থ জামা পরেছি। তুমি দেখবে অনেকেই কিন্তু এই video করছেন। ভুলেই গেছেন যে গেঞ্জি পরে বসে আছেন বুঝতে পেরেছ। তোমরা t-shirt বলা। T-shirt is not permitted in public domain basically. Anyway. এক গেল দুই গেল। তিন হচ্ছে 'everyday'-টা একটা political concept. একটা philosophical concept. যার ভেতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে তোমার experience দিয়ে যে শুধু যে বুজতে চাইছো তা নয়। তুমি তার কার্য কারণ ও অনুধাবন করার চেষ্টা করছো। এবং তার একটা মূল কথা যে সারা পৃথিবীতেই সর্বক্ষণের জন্য যেটা সত্য, সেটা হচ্ছে 'iniquity of power'. ক্ষমতার ভেতরেতে যে অসাম্য। তুমি দেখো এই যে পশ্চিমবঙ্গে যে নির্বাচন হবে। কতো গালাগাল কতোজন কতজনকে দিচ্ছে। এবং প্রত্যেকে বলছে ক্ষমতায় এলে রামরাজ্য করবে। তাই বলছে না প্রত্যেকে? রামরাজ্য করবে? তুমি দেখবে রামরাজ্য তো হবেই না। ঘেরকম রাবণ রাজ্য চলছে সেরকম রাবণ রাজ্যই চলবে। খালি রাবণের চেহারাটা একটু পাল্টাতে পারে। 'life world'. তোমরা বলবে life তো আছে আবার life world টা কেন যোগ করলেন আপনি? তা আমি করিনি বুঝতে পেরেছো। অনেক বড় বড় 'philosophers' রা করেছেন। আমি এটাকে গ্রহণ করেছি। 'life world' মানে হচ্ছে শুধু তোমার অভিজ্ঞতা নয় জীবনের। তোমার মানসিকতা দিয়ে তাকে বোঝার ইচ্ছেটা হচ্ছে 'life world'. আমি বলি 'subjective construction of reality'. যে বাস্তবটা কি তাই নিয়ে তোমার অনুমান অনুভব। সেটাকে বলা হয়েছে 'subjective construction'. সমস্যাটা হচ্ছে এই যে গাছে টোকা মারলে বোঝা যায় যে কাঠটা শক্ত। কিন্তু অনুভূতিতে টোকা

মারলে টোকা পড়ল কিনা তুমি বুঝতেই পারবে না এবং অনুভূতির ওজনটাও তুমি ধরতে পারবে না। একটা 'large realm of human experience' আছে যেটা কিন্তু এই subjectivity-গুলো নিয়েই এবং শরীরটার চেয়েও সেটার কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্ব। সেইটাকে বোঝার জন্যই যে শব্দটা তৈরি করা হয়েছে তার নাম 'life world'. এবং দুটোকে যোগ করলে হয় 'everyday life world'. আমার প্রথম কথা বলা হয়ে গেল। এবার হচ্ছে এসব তো বললেন আপনি। তা আমার কি উপকারটা হল। কি উপকার হলো সেটা খানিকটা নির্ভর করবে তোমাদের ওপর যে তোমরা এর থেকে কি কি উপকার নিতে পারছ। আমি তোমাদের ঘাড়ে ঠেলছি না কিন্তু ভাবার জিনিসগুলো বলছি। যেটা হচ্ছে উপকার সেটা হচ্ছে এই যে আমি জানিনা এটা অনুমানের ওপর বলছি। তুমি অনেক সময় কোনো distressed person-কে বোঝার জন্য খোঁজার চেষ্টা করো যে তাঁর জীবনে কোনো 'traumatic' experience হয়েছে কিনা। High profile experience. যার একটা guilt আছে, যার একটা shame আছে, যার ভয় আছে। এই যে 'traumatic' এর ওপর জোরটা, সেই জোরটা কিন্তু every day-এর ওপর জোরটার চেয়ে কিন্তু ভিন্ন। every day-তে apparently এই traumatic কিছু নাই হতে পারে। কিন্তু every day-র impact mind-এ যে হচ্ছে না সে তো কেউ বলতে পারবে না। কারণ trauma তো প্রতিদিন কারোর জীবনে ঘটে না। ভাগ্যিস ঘটে না। বুঝতে পেরেছ। যদি দেখবে যে 'trauma'-টার ওপরে ঝাঁক কিন্তু বেশিরভাগ psychological client interpretation-এ দেখি খুঁজে বার করো খুঁজে বার করো। জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘোষণা কি হয়েছে। সে হয়তো চুপচাপ আছে। তার পেট থেকে বার করো। যদি সে পেট থেকে বার করতে না চায় তাহলে couch-এ শোয়াও, আরাম করাও। আরাম করিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো। সে কোনো একটা সময়ে তোমায় বলে ফেলবে। এটা psychiatrist-রা যেটা করে থাকে মূলত তাই। এটা তোমাদের একটা বড় লাভ হতে পারে যদি everyday-তে তোমরা যাও

analytical armed হয়ে তাহলে তোমরা কিন্তু every day-র সব টাই শুধু সময়টা নয় তাদের সবটাই তোমরা আলোচনার ভেতরে নিয়ে আসতে পারো। এইবার তোমরা বোধ হয় অনুমান করতে পারছো যে এই research-এ সবচেয়ে বেশি কাজে লাগে যেটাকে আমরা বলি আমাদের পরিসংখ্যানে 'qualitative data'. সেটার চেহারাটা কি? সেটা সংখ্যায় আসেনা অক্ষরে আসে। যেটা অনেকগুলো নয় অল্প সীমিত। যেটার ভিতরে একটা গভীরতা আছে। সবটা মিলিয়ে মানুষকে বোঝার একটা আগ্রহ আছে। এটার নাম দেওয়া হয়েছে 'qualitative'. বোধহয় কিছু বিকল্প না পেয়েই কারণ তারা তো qualitative data-এর quantitative limitation-এর কথা বলার চেষ্টা করছিলো। সেই জন্য তারা আর কিছু বিকল্প word না পেয়ে হয়তো তারা qualitative বলেছে তার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে এই যে সাদা এবং কালো এগিয়ে আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে সাদা এবং কালো দিয়ে total টাকে capture করা গেল না। Because their sum may call Grey. যেই এরকম মনে হল কারণ তখন অনেকে চেষ্টা করল। যারা পরে সফল হয়েছে। তারা quantify করছে qualitative data-কে। তোমরাও হয়তো করো। new articles দাও, rank করো, wait করো, একটা বিশেষ পরিসংখ্যান আছে। non parameter আছে তা করো। কিন্তু কোথাও যেন সংখ্যায় না হলে বোঝাটা কমপ্লিট হয়না। এরকম চিন্তার ঝাঁকে তোমরা এই কাজগুলো করো। এই পর্যন্ত শেষ হলো। second কথা। সেটা হচ্ছে everyday, কোন everyday? এই সময়ের everyday? অতীতের everyday? না ভবিষ্যতের everyday? তুমি দেখবে যে অনেকেই আছে অলীক কল্পনায়। তারা কিন্তু ভবিষ্যতের everyday. অনেকেই আছে যে কবে কি খেয়েছিলাম। তুমি দেখবে যে মানুষের একটা বড় গুণ সে এমন একটা জীব সে একমাত্র জীব যে একইসঙ্গে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা করতে পারে। এবং সেখানে সবচেয়ে বড় তাকে হেল্প করেছে। তার 'capacity for language'. যেটা

দিয়ে সে store করতে পারে। আর কোনো জীব কিন্তু পারে না। আর যা জীব পারে সেটা genetically করে। অন্য কোনোভাবে creatively করে না। তা তুমি যখন কোনো মানুষকে অনুসরণ করছ তার distress কেন হয়েছে, তখন তুমি ভাবতে পারো যে তার past everyday কোনও role play করলো কিনা। বা তার expectations regarding the future everyday-এতে কোথাও কোনো ভূমিকা পালন করেছে কিনা। এ সম্বন্ধে কিন্তু তোমাদের সচেতন থাকতে হবে। এবার হচ্ছে যে everyday-র কোনটার ওপর জোর দেবে সেটা তোমাদেরকে কিন্তু ভাবতে হবে। একটা হচ্ছে mental experience. কিরকম? everyday anxiety. আবার আছে everyday joy. যেকোনো একটার সামনে তুমি everyday word টা পাঠাও, লাগাও। তুমি দেখবে যে এক একটা মানসিক অভিজ্ঞতা আছে যা দিয়েই তুমি কিন্তু প্রতিদিনই ব্যস্ত থাকছো। এক এক জনের এক এক রকম অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে সে কি করছে বা না করছে? কিন্তু দেখো যে কতোগুলো negative mentality-র আছে anxiety, কতগুলো positive mentality-র আছে 'hope'। 'anxiety and hope'. 'anxiety' ও 'hope' এই দুটো যদি শেষ বিলু হয়। তার মাঝখানে কিন্তু অজস্র mentalities আছে। যার নামও আছে। তারও একটা বিরাট জগৎ কিন্তু আমাদের every day-র জগৎ। আর physical টা আছে। যার একটা বড় জায়গা হচ্ছে যে আমি আমার body নিয়ে এবং body দিয়ে কি করব? কখনো ভেবেছো যে তোমার body নিয়ে তুমি কি করবে এবং কি পাবে? সেটা কিন্তু culturally set. তাই না। এখন আরো ভালো বোঝা যাচ্ছে। এখন বলছে নিজের মুখে হাত দেবেনা চোখে হাত দেবেনা তাহলে করোনার জীবাণু এসে যাবে। আগে কত মজা করে মুখে হাত দিয়েছি চোখ কচলেছি। এখন পারছি না তো। আমি যেটা বলার চেষ্টা করছি your body is not your body. This body has been ceased by culture and the elites in this culture. এটা চিরকালের সত্য। তোমার শরীর তোমার শরীর বলে মনে

হতে পারে। কিন্তু তোমার শরীর কখনোই কিন্তু তোমার শরীর নয়। তোমার শরীরের ব্যবহার আছে। তোমার শরীর হচ্ছে subjectivity-র একটা object. তোমার শরীর তোমার শরীর নয়। তোমার শরীরটা কিন্তু তোমায় culturally set rules এটা কিন্তু মানতে হবে। ফিরে আসি। guilty এবার যদি বলো যে আজকে একটা প্যারেড হবে for ugly persons. এখানে আমরা চেষ্টা করব যে কে কত ugly হতে পারে। তখন তুমি দেখবে যে কতগুলো stereotypes of ugliness আছে এবং তুমি সেইটাকে choose করবে। এখন তো Google আছে তো। তুমি দেখবে যে ugliness নিয়ে compendium আছে। সেটা হচ্ছে volume level of guilty. তেমনিই হচ্ছে volume level of ugliness. এবং আমেরিকাতে তো একটা contest হয় যেখানে ugliest parson-দের নিয়ে। আমেরিকাতে অনেক কিছু হয়। সবথেকে ugly যে ওখানে তাকে prize দেওয়া হয়। বুঝতে পারছ। শেষের দিকে এসে গেছি ধৈর্য হারিও না। আর দু-তিন মিনিট বলে ছেড়ে দেবো তোমাদের। কোথেকে আমরা জানতে পারব যে ভদ্রলোক আমার কাছে এসেছেন। তার multiple sources আছে। তোমরা জানো আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে দিই একটা হচ্ছে ধরা যাক যে তিনি চুপচাপ থাকেন। that can be elaborated. কখন চুপ করে যান। তুমি যে প্রশ্ন করো না? কখনো দেখেছো যে কখন চুপ করে গেল? কিংবা হতে পারে monologues overheard. আমি বকবক করছিলাম একা একা তুমি কানে শুনলে কিংবা হতে পারে letter, diary, catalogue, travel blog এটাও হতে পারে। আবার হতে পারে art works. সৌমিত্র বাবু মারা গেছেন, খুঁজে পাওয়া গেছে একটা খাতা। যে খাতায় তিনি ছবি আঁকতেন। এখন অনেকেই ভাববে যে এই ছবি আঁকাটার ভেতর দিয়ে তার কি কোনও মানসিকতার প্রকাশ হচ্ছে? সাহিত্য করছে কেউ। কেউ কেউ morbid সাহিত্য করে। কেউ কেউ funny সাহিত্য করে। কেউ কেউ realistic novel লেখে। তাই না। তেমনিই সিনেমাও তাই। সেগুলো কিন্তু তোমার যে স্রষ্টা তাঁর কিন্তু ব্যক্তি

চরিত্রকে কিন্তু প্রকাশ করে। Salvador Dali এটা নিয়ে অনেক কাজ করেছেন তোমরা হয়তো দেখোনি। সেটা কিন্তু এই উদাহরণটাতেই স্পষ্ট হবে। শেষ করি pandemic নিয়ে। pandemic নিয়ে যেটা প্রশ্ন সবাইকারই। সেটা হচ্ছে যেন মনে হচ্ছে আমরা হাঁপিয়ে উঠছি হাঁপিয়ে উঠছি ভাব। তাই না। একে বলে একটা 'boredom with enforced confinement'. তাই হচ্ছে তো? কিন্তু আমরা তো realise করছি না। আমরা সবসময় কিন্তু 'enforced confinement' এ থেকেছি। kind of a prison. অর্থাৎ তুমি যখন একটা ক্লাস থেকে একটা ক্লাস এ যাচ্ছে, তখন কোনো অধ্যাপককে তুমি meet করতেই পারো এবং তিনি বলতেই পারেন যে এতো আস্তে আস্তে কেন হাঁটছো। আমাদের সময় অধ্যাপকরা বলতেন যাও তাড়াতাড়ি যাও ক্লাসে। দেরি হয়ে যাবে। এখন আমার চোখে যেটা ধরা পড়ছে এই pandemic times in ever day যে reconstituted হয়েছে, টিকবে কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। তার কতকগুলো reasons রয়েছে। এক হচ্ছে কতগুলো new commodities আমাদের জীবনে এসেছে। তাড়াতাড়ি বলছি কারণ এটা তোমাদের জীবনেও এসেছে। mask এসেছে, sanitizer এসেছে, vitamin এসেছে, medicine এসেছে। medicine এর গল্পটা একটু বড় করে বলি। যেহেতু বাঁচার জন্য তাগিদটা বড্ড বড়। যে আমি কোনদিনও হোমিওপ্যাথি খেতাম না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি হোমিওপ্যাথিও খাব। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে আমি এখন তিন রকম Medicine System এর কিন্তু কোনও না কোনও ওষুধ খাচ্ছি। বলা তো যায় না এটা তো কাজে লাগতে পারে। যেটা আগে করা হতো না। কিন্তু সমস্ত ঘরানার break down হয়েছে। আমরা transgress করছি। এই word টা মাথায় রাখা দরকার যে আমরা transgress করছি। কারণ আমাদের survival anxiety অনেক বেশি বেড়ে গেছে। পাচ্ছি না বলে depression, depression বলে helplessness, helplessness বলে mourn panic. তুমি দেখবে যে প্রত্যেকেরই এটা

কম বেশি হচ্ছে। আমি উদাহরণ দিয়ে বলি। সেটা হচ্ছে যে আমার যদি কখনো জ্বর হতো তখন আমি অপেক্ষা করে থাকতাম যে কখন আমার ব্যস্ত মা কোনো একটা সময়ে এসে আমার কপালে হাত দেবেন। অপেক্ষা করে আছি সারাদিন। কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত তো। এখন এইটা কিন্তু করোনা বলে হতে পারছে না। তোমার সবচেয়ে যে প্রিয়জন সেই প্রিয়জনকে কিন্তু তুমি ছুঁয়ে সান্ধনা দিতে পারছো না। সান্ধনা তো দিতে পারছই না বরঞ্চ তোমাকে শতহস্ত দূরে থাকতে হচ্ছে। হচ্ছে না? আমি এটার নাম দিয়েছি 'new untouchability'. তোমরা যাকে বলছো social distance. এখন তাতে যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে যে তোমার খালি মনে হচ্ছে যে আমি একটা জিনিস অন্যায় করছি। যে আমাকে চাইছে তার পাশে থাকতে পারছি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছে ওরে বাবা আমার যদি হয়। এখন keep down. আমরা কিন্তু প্রত্যেকজন নিজের নিজের জীবন নিয়েই ব্যস্ত keep down. অনেকটা সেই ঘটনাই ঘটে। কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু একটা অসম্ভব অপরাধবোধ কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। এইসব থাকবে কি না থাকবে আলাদা কথা। এই মুহূর্তে কিন্তু আমাদের কাছে এটা আছে। এবং যদি আমরা বুঝি যে এই রোগটা আমাকে আক্রমণ করবে না তখন কিন্তু তাই। আমি এবার থামলাম। এখন আমি পারলাম কিনা বোঝাতে জানিনা। আমি আরেকবার summary করে বলি আমার কি উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য ছিল তোমাদের anchor করা। কিসে anchor করা? In disciplinary knowledge. সেই knowledge-টা আসছে social science থেকে। সেই knowledge-এর সমগ্রটা দেওয়া যাবে না বলে সেই knowledge-এর ই সবচেয়ে important ingredient যেটার ওপরে আমি জোর দিয়েছি সেটার নাম হচ্ছে 'concepts'. 'conceptual framework'. যেখানে অনেকগুলো concept-কে একত্রে মিলিত করা হয়েছে ওই জালটাকে বড় করার জন্য বা analytical power-টা কে বাড়ানোর জন্য। কিছু দ্রুত কথা বলেছি যে তোমাদের empirical field

-এর ক্ষেত্রে যে সেগুলো দিয়ে কোনদিকে তোমরা যেতে পারো। এইটা হচ্ছে আমার 2-3 মিনিটের বলা। যেটা আমি একঘন্টা বা দেড়ঘন্টায় বললাম।

বক্তব্যের প্রতিলিপি :
প্রিয়াঙ্কা মালাকার
ACTIVISM

